MAY 29 2002

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মঙ্গলবার ওসমানী মিলনায়তনে প্রশিকার উদ্যোগে বিশেষ সহমর্মিতা তহবিল থেকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভাতা দেয়া হয়। ড. কামাল হোসেনের কাছ থেকে ছাত্রছাত্রীদের ভাতা নিতে দেখা যাচ্ছে। পাশে প্রশিকা সভাপতি ড. কাজী ফারুক আহমদ —সংবাদ

প্রশিকা সহমর্মিতা তহবিল থেকে বৃত্তি প্রদান

নতুন প্রজন্মের প্রতি আমাদের সহমর্মিতা বাড়ানো প্রয়োজন

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক : বিশিষ্ট আইনজীবী ও গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেন বলেছেন, আমাদের সমাজে অনেক ক্ষতিকর জীবাণু সৃষ্টি হয়েছে। এসব জীবাণু দূর করতে হলে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস দরকার। দেশের বিদ্যমান সমস্যা কারও একার পক্ষেই নিরসন করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, নতুন প্রজন্ম তথা শিক্ষার্থীদের সহমর্মিতা ও সহনশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে।

মঙ্গলবার প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র আয়োজিত বৃত্তি ও চিকিৎসা সহায়তার জন্য অর্থ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি একথা বলেন।

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের ১০ হাজার কর্মীর বার্ষিক উৎসব ভাতার ১০ শতাংশ অর্থ দিয়ে বিশেষ সহমর্মিতা তহবিল থেকে গতকাল বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান এবং দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত নারী-পুরুষকে চিকিৎসা সহায়তা দেয়া হয়।

গতকাল অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ২শ' ৭১ জন ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষাবৃত্তি বাবদ ২৭ লাখ ১০ হাজার নতুন : পৃঃ ২ কঃ ৫

শেষের আমাকরশে...

নতুন : প্রজন্ম

(১২ পৃষ্ঠার পর)

টাকা, স্বাস্থ্যখাতে ৫০ জন দুস্থ রোগীকে ৩ লাখ ৭০ হাজার টাকা দেয়া হয়। ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যেকে ১০ হাজার টাকা করে পায়। এছাড়া অ্যাসিড সারভাইভাল ফাউন্ডেশনকে ১ লাখ টাকা অনুদান দেয়া হয়। বিশেষ সহমর্মিতা তহবিল থেকে এ পর্যন্ত ৮২ লাখ ৫ হাজার ৭শ' ৯৩ টাকা দেয়া হয়েছে।

গতকাল বিকেলে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এপেক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান মঞ্জুর-এ ইলাহী, বাংলাদেশ অবজারভারের সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী, সাপ্তাহিক বেগম পত্রিকার সম্পাদিকা নূরজাহান বেগম, প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনের সভাপতি প্রফেসর সুলতানা এস. জামান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রশিকার সভাপতি ও এডাব চেয়ারম্যান ড. কাজী ফারুক আহম্মদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন প্রশিকার সিনিয়র সহ-সভাপতি মাহবুবুল করিম।

গতকাল অনুষ্ঠানে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ছাড়াও খুলনা বিএল কলেজ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বগুড়া মেডিক্যাল কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা বৃত্তি পায়। বিভিন্ন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদেরও বৃত্তি দেয়া হয়।

অনুষ্ঠানটি ছিল উপভোগ্য ও ব্যতিক্রমধর্মী। শুরুতে প্রশিকার বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর সচিত্র প্রতিবেদন দেখানো হয়। পরে অতিথিবৃন্দ শিক্ষার্থী ও দুস্থদের মধ্যে চেক বিতরণ করেন।

ড. কামাল হোসেন তার বক্তৃতায় বলেন, আমাদের দেশের বড় সম্পদ হচ্ছে নতুন প্রজন্ম। এ প্রজন্মকে 'দেশকে কি দিতে পারি' এ চেতনায় জাগ্রত করা প্রয়োজন। প্রশিকার এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে সমাজে বড় অবদান রাখবে।

ড. কাজী ফারুক আহম্মদ বলেন, যারা আজ বৃত্তি পেলো তারা সমাজ নির্মাণে কাজ করবে বলে আশা করি।

ইকবাল সোবহান চৌধুরী বলেন, প্রশিকা তৃণমূল পর্যায়ের মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। কারণ তারা একই সঙ্গে মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা ও সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে লড়াই করছে। একজন্য তাদের প্রশাসন ও মৌলবাদী গোষ্ঠী থেকে বাধা আসছে। এ বাধা দূর করতে হবে।

নূরজাহান বেগম বলেন, কোন বাধা না এলে প্রশিকা সমাজে তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অবশ্যই সুনাম অর্জন করবে।

মঞ্জুর-এ ইলাহী ব্যবসায়ীদের মানবিক কল্যাণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।